শেখ হাসিনা : একজন নারী প্রধানমন্ত্রী

আমরা যখন এই পৃথিবীতে আসি তখন সবাই কিছু না কিছু প্রতিভা নিয়ে আসি। তোমরা কেউ ছবি আঁকতে পছন্দ করো। কেউ আবার গান গাইতে ভালোবাস। আবার কারো ভালো লাগে কিছু বানাতে। কেউ যখন বাসায় বেড়াতে আসে ছোট সোনামণিদের কাছে জানতে চায়, বড় হয়ে তোমরা কী হতে চাও? তোমরা কেউ উত্তর দাও ডাক্তার, কেউ শিক্ষক, কেউ বা আঁকিয়ে। এগুলো এক একটা পেশা। কিন্তু আমরা সবাই একসঙ্গে একটা জিনিস হতে পারি। ভেবে বলো তো কী সেটা?

আমরা সবাই দেশপ্রেমিক হতে চাই। মা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি এই তিনটি বিষয়কে ঘিরে আমাদের সব আবেগ। আমাদের সবার দেশের জন্য অনেক কিছু করার আছে। তোমরা যদি খুব ভালো ছবি আঁক তাহলে এক দিন বিশ্বের সবাই তোমার আঁকা ছবি দেখবে। সবাই জানতে চাইবে যে ছবিটি এঁকেছে তার দেশ কোথায়? সবাই যখন বাংলাদেশের নামটি জানবে তখন তোমার অর্জন হবে একটি দেশের গৌরব। তুমি যদি খুব ছোট বেলা থেকেই দেশকে নিয়ে ভাব, দেশের মানুষের জন্য কিছু করার চিন্তা কর তবে এক দিন তুমি দেশের প্রধানমন্ত্রীও হতে পারবে। যেমনটি হয়েছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তোমরা কি জানো বিশ্বের অনেকগুলো দেশ পরিচালনা করছেন নারীরা। বাংলাদেশে অনেক বাবা-মাই ছেলে সন্তান চান। কিন্তু সুবিধা পেলে একটি মেয়েও প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হতে পারে। বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সিরিমাভো বন্দরনাইকা। তাঁর দেশ ছিল শ্রীলংকাতে। বর্তমানে ৫১ টি দেশ পরিচালনা করছে নারীরা। শেখ হাসিনা চার বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা। তিনি এটি পেরেছেন দেশের প্রতি তাঁর মমতার কারণে।

এই বাংলাদেশে গোপালগঞ্জ নামে একটা জেলা আছে। সেই জেলার একটি গ্রামের নাম টুঙ্গীপাড়া। গ্রামের পাশে একটি নদীও আছে। নদীর নাম বাইগার নদী। কী মিষ্টি নাম নদীটার, তাই না? তোমরা যেমন একটি গ্রামের দৃশ্য আঁক ঠিক তেমন এই গ্রামটা। ছবির মত সুন্দর এই গ্রামটিতে আশ্বিনের এক দুপুরে শেখ হাসিনার জন্ম। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন শালিক-চড়ুই পাখিদের কল-কাকলি আর ঘুঘুর ডাক। তিনি যে বাড়িটাতে জন্মেছিলেন বাঙালির দুশো বছরের ইতিহাসের সঙ্গে তার যোগ আছে। সেইই ব্রিটিশদের সময়েও এই বাড়ি-ঘর ছিল। সিপাহী বিপ্লবের আগের দালানকোঠাও আছে সেখানে। শেখ হাসিনা সেইসব ইতিহাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে বড় হয়ে উঠেছিলেন।

তোমরা যারা গ্রামে থাক, পায়ে হেঁটে স্কুলে যাও তোমাদের মতই ছিল প্রধানমন্ত্রীর শৈশব। তখন গোপালগঞ্জ থেকে টুঙ্গিপাড়া যেতে নৌকায় করে সময় লাগত তিন-চার ঘণ্টা। আর ঢাকা যেতে

স্টিমারে সময় লাগত সতেরো ঘণ্টা। কোনো রাস্তা-ঘাট ছিল না। শেখ হাসিনার শৈশব ছিল রঙিন। সেই রঙ দিয়েছিল বাংলাদেশের প্রকৃতি। বৃষ্টি, কাদা, ধুলোমাটি, ঘাসফুল-শিউলি-বকুল, দীঘির শাপলা– এই ছিল শেখ হাসিনার শৈশব। শৈশবের মায়া ছিল দাদা-দাদি, আত্মীয়-স্বজন সবাই। প্রথম যখন তিকি সাঁকো পার হয়ে স্কুলে যাচ্ছিলেন তিনি কিন্তু খুব ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু ভয়কে তিনি জয় করেছিলেন। আজ তিনি তাঁর সাহসী সিদ্ধান্তের জন্য সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে সম্মান পান। সেই সাহসের বীজ রোপিত হয়েছিল তাঁর শৈশবেই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সময় সুযোগ পেলেই গ্রামে ফিরে যেতে চান। গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ তাঁর মন ভুলিয়ে দেয়। গ্রামের জীবন ও মানুষগুলোকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি। তাই তিনি গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের গ্রামকে উন্নত করে দেশকে উন্নত করতে চেয়েছেন। তিনি গ্রামের সব ঘরে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছেন। কারণ বিদ্যুতের সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক। একটা ভালো মানের হাসপাতালের জন্য বিদ্যুত দরকার। গ্রাম মানেই তো সবুজ মাঠ আর ফসলের ক্ষেত। সেই সবুজের জন্য পানি দরকার। ফসলের জন্য সেচ দরকার। বিদ্যুত না হলে তো এসব সম্ভব না। ভালো ফসল ফললে কৃষকের মুখে হাসি ফুটবে। গ্রামের সবাই খেতে পারবে। তারপর দেশের সবাইও খেতে পারবে। শেখ হাসিনা এভাবেই উন্নয়নের কথা চিন্তা করেছেন। তিনি চিন্তা করেছেন যেন কোনো জমি পতিত না পড়ে থাকে। খাল-বিল-নদী-নালা-পুকুর সব জায়গায় যেন মাছের চাষ হয়। কারণ, তোমরা তো জান, মাছে-ভাতে বাঙালি। আর সবাই যদি খেতে পায় তাহলেই সবাই খুশি থাকবে।

শেখ হাসিনা তাঁর শৈশব- কৈশোরে অনেক রকম মানুষ দেখেছেন। দেখেছেন জুলেখাকে। অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল তার। কিন্তু তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছিল। জুলেখার অনেক কষ্ট ছিল। কারণ এই জুলেখা ছিল গ্রামের সাধারণ এক মেয়ে। সে কোনো বাদশার মেয়ে ছিল না। এরা অল্প বয়সে সন্তানের মা হয়। অনাহার অপুষ্টিতে রোগে-শোকে ভুগতে থাকে। এ রকম মেয়ে বাংলাদেশের সব ঘরে ঘরে আছে।

আবার শেখ হাসিনা টোকাইদের দেখেছেন শহরের রাস্তায় রাস্তায়। তোমরা কি জানো ঢাকা শহরে পাঁচ লাখ টোকাই আছে? এদের বাবা-মা নেই। কোনো ঠিকানা নেই। এরা যেখানে জায়গা পায় সেখানে ঘুমায়। যে যা খাবার দেয় তাই খায়। বয়স অনুযায়ী পরার মত কোনো কাপড়ও এদের নেই। জুলেখার চেয়েও করুণ দশা টোকাইদের।

শেখ হাসিনা একজন নারী প্রধানমন্ত্রী। তিনি দেশের সব মানুষের কথা ভেবেছেন একজন মায়ের মত করে। তিনি জুলেখাদের কথা ভেবেছেন। টোকাইদের কথাও ভেবেছেন। সবচেয়ে বেশি ভেবেছেন মা আর শিশুদের কথা। তিনি একদিকে মমতা দিয়েছেন অন্যদিকে শাসন করেছেন। সোনার বাংলা গড়তে হলে সুনাগরিক প্রয়োজন। আর সুনাগরিকের জন্য দরকার একজন ভালো মা। জুলেখার মত যেন কোনো মায়ের অবস্থা না হয় সেজন্য তিনি অল্প বয়সে বিবাহ রোধ করার চেষ্টা করেছেন। মায়েরা যেন গর্ভবতী থাকার সময় পুষ্টিকর খাবার খেতে পারেন সেজন্য তিনি ভাতা দিয়েছেন। ভাতা হলো নির্দিষ্ট হারে মাসিক টাকা। একমাত্র উন্নত দেশেই এসব বিষয়ে ভাতার ব্যবস্থা আছে। আবার যে সব মা কাজ করেন তাদেরও তিনি সন্তান জন্মানোর পর ভাতা দিয়েছেন। যেন তারা সন্তানকে বুকের দুধ পান করান। আগে দেশে অনেক মা ও শিশু মারা যেত। এখন তারা পরিমাণ অনেক কম।

তোমরা জান কি গ্রামের অনেক ছেলে-মেয়ে স্কুলে যেত না। ছেলেরা বাবার কাজে আর মেয়েরা মায়ের কাজে সাহায্য করত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্কুলে যাবার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে সবাইকে উপবৃত্তি দিলেন। এখন বাংলাদেশের প্রায় ৯৯% শিক্ষার্থীরা স্কুলে যায়। আবার স্কুলে মায়েরা তোমাদের মজার মজার টিফিন দেন না? শেখ হাসিনাও তেমনি সারা দেশের প্রাইমারি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রোটিনসমৃদ্ধ বিস্কুট দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয় তিনি বলেছেন বিস্কুটে যেন চকোলেট বা মজার কোনো গন্ধ থাকে। মিডডে মিলে শিশুদের কোন খাবার দিলে তারা পুষ্টি পাবে ও মজা করে খাবে তিনি সে বিষয়েও পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ, তিনি দেশজননী। নিজের সন্তানের মত করেই তিনি দেশের প্রতিটি সন্তানকে গড়তে চান।

রূপকথার গল্পে আমরা কী পড়ি বলোতো? ভালো রাজার রাজ্যে সব প্রজা সুখে-শান্তিতে দিন কাটায়। কোনো দুঃখ-কষ্ট-অভাব থাকে না প্রজাদের। শেখ হাসিনা তেমন একটি দেশ গড়তে চান আমাদের জন্য। আমাদের দেশের চাহিদা অনুযায়ী সব ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। গার্মেন্টেসের কারণে শুধু দেশে নয় বিদেশেও আমাদের কাপড়ের অনেক সুনাম। খাদ্য-বস্ত্র-চিকিৎসা-শিক্ষা মৌলিক সব চাহিদা মেটানোর জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিরলস পরিশ্রম করছেন।

নটে গাছটি মুড়োনোর মত একদিন হয়ত শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না। তবে তাঁর মমতার কথা রয়ে যাবে। আমরা যদি সবাই দেশপ্রেমিক হই তবে সে দিন দূরে নয় যে দিন বাংলাদেশ নামটি পৃথিবীর সবাই জানবে। আমরা সবাই বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাড়াব। হয়তো তোমাদের মধ্য থেকেই

কোনো ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী তৈরি হবে। শেখ হাসিনার মত তোমাদেরও এক হাতে থাকবে সোনার কাঠি, আর হাতে রূপার কাঠি। দুটি কাঠির মিলিত স্পর্শে সোনার বাংলা রূপকথার রাজ্যের মত ঝলমল করে উঠবে।